স্বালাতে মুবাশ্‌শির

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নামাযের নিয়মাবলি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

রুকূর যিক্‌র

মহানবী (ﷺ) রুকূতে গিয়ে কয়েক প্রকার দুআ ও যিক্‌র পড়তেন। কখনো এটা কখনো ওটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম দুআ পাঠ করতেন। যেমন:-

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم

উচ্চারণ:- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থ:- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এটি তিনি ৩ বার পাঠ করতেন। (আবূদাঊদ, সুনান, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান, দারাক্বুত্বনী, সুনান, ত্বাহা, বাযযার, ইবনে খুযাইমাহ্‌, সহীহ ৬০৪নং, ত্বাবারানী, মু'জাম)

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, কখনো কখনো তাঁর রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত। (সিফাতু স্বালাতিন নাবী (ﷺ), আলবানী ১৩২পৃ:)

২।سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ্‌।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার। (আবূদাঊদ, সুনান ৮৮৫নং, দারাক্বুত্বনী, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ, ত্বাবারানী, মু'জাম, বায়হাকী)

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ

উচ্চারণ:- সু ব্বূহুন ক্বুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অররুহ্‌।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্‌তামন্ডলী ও জিবরীল (আহমাদ, মুসনাদ) এর প্রভু (আল্লাহ)। (মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ৮৭২ নং)

৪। سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ

উচ্চারণ:- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।

উক্ত দুআ তিনি অধিকাংশ পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৭১নং) যেহেতু কুরআনে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন,

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী। (কুরআন মাজীদ ১১০/৩)

৫। اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ

وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ:- আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা’তু অবিকা আ-মানতু অলাকা আসলামতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু আন্তা রাব্বী , খাশাআ সাময়ী, অ বাস্বারী অ দামী অ লাহ্‌মী অ আযমী অ আস্বাবী লিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন।

অর্থ:- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল। (মুসলিম, সহিহ,নাসাঈ, সুনান ১০০৬ নং)

৬। سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

উচ্চারণ:- সুবহা-না যিল জাবারুতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ্‌।

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্মের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআ'টি তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের রুকূতে পাঠ করতেন। (আবূদাঊদ, সুনান ৮৭৩, সহিহ,নাসাঈ, সুনান ১০০৪ নং)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=2889

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন